শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের গুজব

যুগান্তর রিপোর্ট

সোমবার বিকালে হঠাৎ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের পদত্যাগের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে তিনি সহকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। এমনকি মন্ত্রী-উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীদের বক্তব্যের রেশ ধরে খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। মূলত ওই বৈঠকের পর থেকেই গুজব ছড়াতে থাকে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। সন্ধ্যার পর এ গুজব ক্রমেই ডালপালা হতে থাকে। যুগান্তরে বিভিন্ন পর্যায় থেকে টেলিফোনও আসতে থাকে। খবর পেয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকরা তার মিন্টো রোডের সাসতবনের সামনে ভড়ো হন। ছুটে যান সচিবালয়ে। কিন্তু রাত ১০টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ গুজবের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

তোপের মুখে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

এমপিও তালিকা স্থগিত

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এনে শিক্ষামন্ত্রীকে তুলোধুনো করেন মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা

আবদুল্লাহ আল মামুন/মুসতাক আহমদ

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সোমবার তোপের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এনে মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা শিক্ষামন্ত্রীকে তুলোধুনো করেন। একপর্যায়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্তি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সদ্য ঘোষিত এমপিও তালিকা স্থগিত করে তা রিভিউ (পর্যালোচনা) করার নির্দেশ দেন। বৈঠকেই মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীদের পরামর্শে তালিকা রিভিউর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে। এ দায়িত্ব পাওয়ার পর গতকালই তিনি কাজ শুরু করেছেন। এমপিদের মতামত নিয়ে তিনি তালিকা চূড়ান্ত করবেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র যুগান্তরকে জানিয়েছে, সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এ বৈঠকে সহকর্মীদের তোপের মুখে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন রীতিমতো অসহায়। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দেয়ার সময় একযোগে মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা হইচই শুরু করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী এমপিও তালিকা নিয়ে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে তাদের শান্ত করেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেন, এমপিওভুক্তিতে দু-একটা ভুলভ্রান্তি হতে পারে। ৬ মে রাত সাড়ে ৩টার দিকে খুবই রাখঢাকের মধ্যে বহুল প্রত্যাশিত এই এমপিও তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকায় শিক্ষামন্ত্রীর নিজ বিজাগসহ প্রভাবশালী মন্ত্রী ও এমপিদের এলাকার প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য পায়। একই সঙ্গে এ তালিকা প্রণয়ন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রায় সারাদেশেই শিক্ষক-কর্মচারীরা ফুঁসে ওঠেন। সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন তারা। বিক্ষোভের ঢেউ এসে পড়ে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। রোববার বিকালে স্বয়ং এমপি-মন্ত্রীদের এপিএস ও দলীয় নেতারা অনিয়ম ও অর্থ লেনদেনের অভিযোগ এনে হোড প্রকাশ ও হৈ-চৈ করেন। পরদিনই শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রিসভায় তোপের মুখে পড়লেন। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তার দফতরে আলাপ করতে গেলে তিনি বৈঠক সম্পর্কে কিছুই বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে আবুল কালাম আজাদ সাহেব (প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব) বলবেন। সেখানে যান।' তিনি অন্য মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'এজন্যে আর যারা বলে তাদের কাছে যান। আমি কিছু বলব না।' এমপিও স্থগিত বা রিভিউ করার ব্যাপারে কোন পরিপত্র জারি হবে কিনা— এরকম প্রশ্নের জবাবেও তিনি একই কথা বলেন। পরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এমপিও স্থগিতের ব্যাপারে শাখাগুলোতে (বিকাল ৫টা পর্যন্ত) কোন আদেশ জারি হয়নি। নাম প্রকাশ না করে সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা তারা পাননি। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রী গতরাতেও অফিস করেছেন। রাত ১০টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে তিনি সচিবালয়ে নিজ অফিসে অবস্থান করছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা সচিবসহ এমপিও তালিকা প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা। এর আগে রোববার এমপিও নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়নি বলে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, গতবাগ নীতিমালা মেনে এমপিও বণ্টন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিগত ৪০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো অগ্রাধিকার নীতিমালা স্থগিত : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

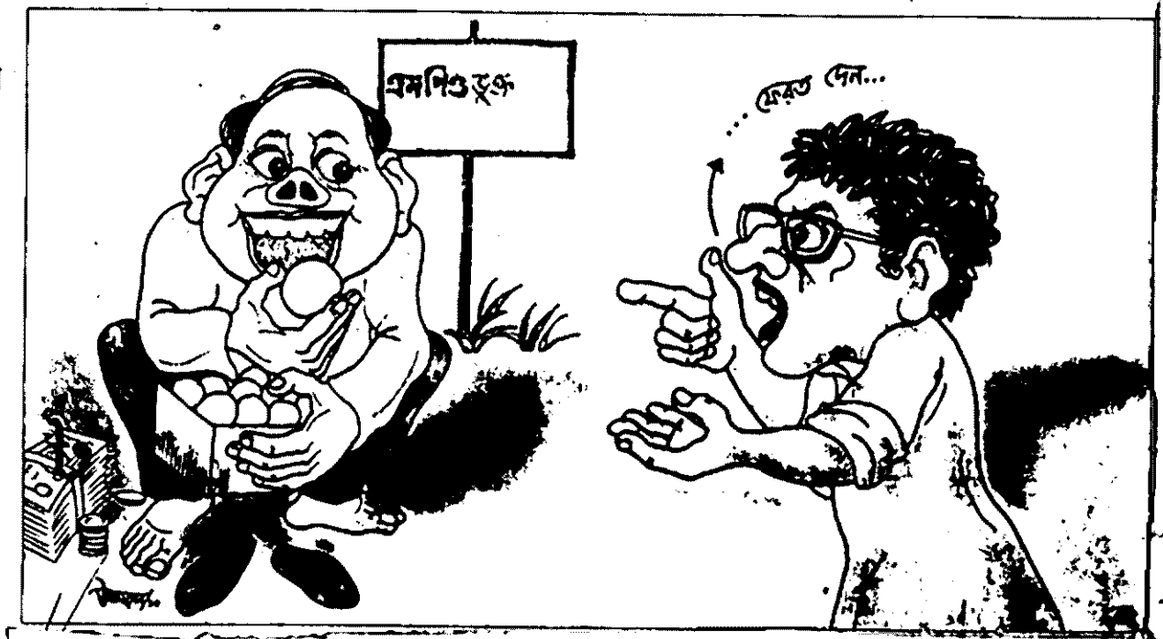

11 MAY 2010